হেগেলের মতে, দর্শন ও ধর্মের বিষয়বস্তু সামগ্রিকভাবে একই বিষয়। উভয়ক্ষেত্রেই বিষয় হল সত্য, এবং মহত্তম অর্থে ঈশ্বর এবং কেবলমাত্র ঈশ্বরই হলেন সত্য।[1] দর্শন ও ধর্ম উভয়ক্ষেত্রেই প্রকৃতির সীমিত জগৎ এবং সীমিত মানবমনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের আলোচনা স্থান পায়। ধর্মের জগতে সত্যকে ঈশ্বর বলা হয়, দর্শনের জগতে সত্য পরম সত্য বা পরম ধারণা (Absolute)। আকার এবং বিষয়বস্তুর ঐক্যের (unity of form and content) ওপর হেগেলের প্রগাঢ় আস্থা ছিল। বিষয়বস্তু (content) হল সত্য যা দর্শনের সুসংবদ্ধ প্রত্যয়ের (categories) আকারের মধ্যে উপস্থিত থাকে। প্রত্যয়গুলিকে বোধশক্তির মধ্যে সীমিত রাখার কথা যেমন ভাবে কান্ট ভেবেছিলেন তা হেগেলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। যা বাস্তবিক সত্য তা বৌদ্ধিক, যা বৌদ্ধিক তা বাস্তবিক সত্য (All that is real is rational, and that is rational is real)। বাস্তবিক সত্যকে কেবলমাত্র তার বৌদ্ধিক পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে জানা যায়। যে পরমতত্ত্ব (Absolute) দর্শনের বিষয়বস্তু তা হল সমগ্রতা (Totality)[2], সমগ্র বাস্তবসত্তা, সমগ্র বিশ্বজগৎ (universe), সসীম এবং অসীমের বৈপরীত্য অথবা বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করার সমস্যা হেগেলের কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল। যদি আমরা নিজেদের দ্রষ্টার ভূমিকায় স্থাপন করি, তাহলে জীবনের বহমানতা আমাদের কাছে সীমিত ব্যক্তিদের (finite individuals) অসীম সংগঠিত বৈচিত্র্যপূর্ণতা, অর্থাৎ প্রকৃতি (nature) বলে প্রতিভাত হবে। প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে বলা যায় যে, তা হল প্রতিফলনের (reflection) অথবা বোধশক্তির জীবন। যে বস্তুগুলি সংগঠিত হয়েছে প্রকৃতিতে, সেগুলি পরিবর্তনশীল এবং ধ্বংসযোগ্য। চিন্তা হল নিজের জীবনের একটি আকার। চিন্তায় ধরা পড়ে বস্তুসমূহের মধ্যেকার অসীম ঐক্য, সৃজনশীল জীবন, বা সীমিত ব্যক্তিদের মরণশীলতা থেকে মুক্ত। এই সৃজনশীল জীবন, যার মধ্যে রয়েছে বহুতা, যা নিছক প্রত্যয়গত বিমূর্ততা (conceptual abstraction) নয়, তাকেই ঈশ্বর বলা হয়, একেই Spirit বলে সংজ্ঞা দেওয়া যায়। একে সীমিত বস্তুসমূহের বাহ্যিক যোগসূত্র বলা যায় না; এটি জীবনের বিমূর্ত ধারণা নয় বা বিমূর্ত সামান্য (abstract universal) নয়। অসীম জীবন যেন ভিতর থেকে সকল সীমিত বস্তুসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে কিন্তু তাদের ধ্বংস করে না। এটি হল বহুতার মধ্যে জীবন্ত ঐক্য।

কিন্তু প্রশ্ন হল, কীভাবে প্রত্যয়ভিত্তিক চিন্তার (conceptual thought) সাহায্যে আমরা অসীম এবং সসীমের মধ্যে ঐক্য গড়তে পারব যাতে উভয়ের কেউই লুপ্ত হয়ে না যায়, একটি অপরটি মিশে না যায়। অন্যদিকে যদি ঐক্যকে স্বীকার করা হয় তাহলে পার্থক্য থাকবে না। এর পথ একটাই। বহুত্বকে ধ্বংস না করে একের মধ্যে বহুর ঐক্যবিধান সম্ভব হবে কেবল জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ সীমিত থেকে অসীমিত জীবনে মানুষের আত্মোন্নতির পথে। এই জীবন্ত প্রক্রিয়াই হল ধর্ম।

কিন্তু দার্শনিক আলোচনায় অসীম ও সসীমের পার্থক্যের মীমাংসা কীভাবে হবে? যদি অসীম ও সসীম পরস্পর বিপরীত প্রত্যয় বলে বিবেচিত হয়, তাহলে একটি থেকে অপরটি যাওয়ার কোনো পথ থাকে না। কিন্তু বাস্তবে অসীমের চিন্তা ব্যতীত সসীমের চিন্তা আসে না; সীমিতের প্রত্যয় স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন

Scanned by CamScanner

নয়। সীমিত নিজের থেকে ভিন্ন কিছু (other than itself) দ্বারা প্রতিহত বা নিষেধিত হয়। কিন্তু সীমিত নিছক নিষেধ নয়, অবশ্যই নিষেধের নিষেধ সম্ভব হবে এবং সীমিত হয়ে উঠবে সীমিতের চেয়ে বেশি কিছু।—এটা হল অসীমের জীবনের একটি পর্ব বা মুহূর্ত (moment)। এর থেকে বেরিয়ে আসে যে, পরম সত্যের জীবনকে গড়তে গেলে, যা দর্শনের কাজ, তা করতে হবে সীমিতের মধ্য দিয়ে, দেখাতে হবে কীভাবে পূর্ণসত্য (Absolute) আবশ্যিকভাবে নিজেকে 'Spirit' (আত্মা) হিসেবে প্রকাশ করে, এবং মানব আত্মার মধ্য দিয়ে আত্মসচেতন হয়। যদিও মানবমন (human mind) সীমিত, তথাপি তা একই সঙ্গে সীমিতের চেয়ে বেশি এবং সেই দৃষ্টিকোণ অর্জন করতে পারে যেখান থেকে তা পরম সত্তার নিজের জ্ঞানের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে।[1]

পরম সত্য হল সমগ্রতা, সম্পূর্ণ বাস্তব সত্য, অসীম জীবন, আত্ম-বর্ধনের (self-development) এবং আত্ম-উন্মোচনের প্রক্রিয়া। পরম সত্য হল নিজের হয়ে ওঠার (becoming) প্রক্রিয়া পরম সত্য মূর্ত বা বাস্তব হয়ে ওঠে কেবলমাত্র নিজের বর্ধনের (development) এবং লক্ষ্যের (end) মধ্য দিয়ে। কাজেই বলা যায় বাস্তব সত্য (reality) একটি উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়া (teleological porcess), বলা যেতে পারে যে পরম সত্য হল 'আবশ্যিকভাবেই একটি পরিণতি বা ফল'। কারণ যদি সমগ্র প্রক্রিয়াটি সারধর্মের (essence) একটি আত্ম-উন্মোচন (self-unfolding) হিসেবে দেখি, এক শাশ্বত ধারণার বাস্তবিকীকরণ (actualization of an eternal idea), আমরা দেখতে পাই, প্রক্রিয়ার সমাপ্তিতে বা লক্ষ্যে উপনীত হলে পরম সত্তা যথার্থ কী তা প্রকাশ পায়। এ কথা সত্য যে সমগ্র প্রক্রিয়াটি হল Absolute (পরম সত্য), কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়াতে প্রকৃতি এবং অর্থ প্রকাশ পায় 'telos' বা লক্ষ্যের বিচারে।

হেগেলের মতে, পরম সত্যকে সমগ্র বাস্তব সত্য বললে স্পিনোজার বক্তব্য গ্রহণ করা বোঝায় না। হেগেল মনে করেন যে, পরম সত্য কেবল দ্রব্য হিসেবে সত্য নয়, উদ্দেশ্য (subject) হিসেবেও সত্য। কিন্তু যদি পরম সত্য উদ্দেশ্য (subject) হয় তাহলে বিষয় (object) কী হবে? একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর হল যে, পরম সত্যই উদ্দেশ্য এবং বিধেয়। এক্ষেত্রে চিন্তাই নিজের বিষয়ে চিন্তা করে, একে স্ব-চিন্তক চিন্তা বলা যায়। এ কথা বলার অর্থ হল, পরম হল আত্মা (spirit), স্ব-অলোকিত অথবা আত্মসচেতন কর্তা (subject)। কপোলস্টোন লক্ষ করেছেন যে, পরম সত্যকে আত্মা বললে শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা পাওয়া যায়—'The statement that the Asbolute is Spirit is for Hegel its Supreme difinition' (P-207, Vol. 7)।

হেগেল বলেছেন, পরম সত্য হল স্ব-চিন্তক চিন্তা (self-thinking thought)। এই বক্তব্য অ্যারিস্টট্‌লের দেওয়া ঈশ্বরের সংজ্ঞার সঙ্গে মিলে যায়। হেগেল এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন তবে এমন মনে করা ভুল হবে যে হেগেল জগতের অতিবর্তী কোনো দেবতার কথা ভাবছেন। পরম সত্য হল সমগ্রতা (totality), সমগ্র বাস্তব সত্য (reality) এবং সমগ্রতা হল একটি প্রক্রিয়া। পরম সত্য হল আত্মা-প্রতিফলনের প্রক্রিয়া, চরম সত্য এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে জানেন এবং তা করেন মানুষের আত্মার মধ্য দিয়ে। সাধারণভাবে মানুষের চেতনার আবশ্যিক পূর্বশর্ত হল প্রকৃতি (nature)। প্রকৃতি বস্তুনিষ্ঠতার ক্ষেত্রকে (sphere of the objective) এনে দেয় যার অবর্তমানে ব্যক্তিনিষ্ঠতার ক্ষেত্র (sphere of the subjective) থাকতে পারে না। প্রকৃতি এবং মানবাত্মা উভয়েই পরম সত্যের জীবনের মুহূর্ত। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে পরম সত্য নিজেকে বস্তুনিষ্ঠতায় প্রকাশ করে। ফলে প্রকৃতি বাস্তবিক নয় বা নিছক ব্যক্তি মনের ধারণা এমন বার্কলীয় বক্তব্য আদৌ আসে না। মানবিক চেতনার ক্ষেত্রের মধ্যে পরম সত্য নিজের কাছে ফিরে আসে চেতন হিসেবে। হেগেলের মতে, দর্শনের ইতিহাস হল একটি প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে পরম সত্য, সমগ্র বাস্তবিক সত্য নিজেকে চিন্তা করে। সমগ্র বিশ্বজগতের ইতিহাস এবং সমগ্র মানব ইতিহাস দার্শনিক বুদ্ধি পরম সত্যের আত্ম-উন্মোচন হিসেবে দেখে। এই অন্তর্দৃষ্টিই হল পরম সত্যের নিজের বিষয়ে নিজের জ্ঞান।

Scanned by CamScanner